যুগান্তর

তারিখ 03 MAY 2015
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২

জাবির ২৫ শিক্ষকের পদত্যাগ

জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি একাডেমিক ভবনের কিছু অংশ পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগকে বরাদ্দ দেয়ার প্রতিবাদে ওই ভবনে আগে থেকে অবস্থানকারী কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ (সিএসই) ও ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান বিভাগের ২৫ শিক্ষক পদত্যাগ করেছেন। শনিবার দুপুর ১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবু বকর সিদ্দিক বরাবর সিএসই বিভাগের শিক্ষকরা পদত্যাগপত্র জমা দেন।

রেজিস্ট্রার আবু বকর সিদ্দিক পদত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, সিএসই বিভাগের ১৫ শিক্ষকের পদত্যাগপত্র হাতে পেয়েছি। তবে অফিসের সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকরা রোববার (আজ) পদত্যাগপত্র জমা দেবেন বলে জানিয়েছেন বিভাগের সভাপতি। নবনির্মিত ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং পরিবেশ বিজ্ঞান ভবনের তৃতীয় তলা পরিবেশ বিজ্ঞানকে বরাদ্দ দেয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকরা নিজ নিজ বিভাগীয় সভায় গণপদত্যাগ করার সিদ্ধান্তে একমত হন। সামান্য ভবন বরাদ্দ নিয়ে দুটি বিভাগের ২৫ শিক্ষকের পদত্যাগের খবরে ক্যাম্পাসে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। একাধিক শিক্ষার্থী যুগান্তরকে জানান, বিশ্ববিদ্যালয় সবার, এখানে পাঠদানের জন্য একটি বিভাগকে ভবন বরাদ্দ দিলে যদি অন্য বিভাগের শিক্ষকরা পদত্যাগ করেন তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে চলবে। তাছাড়া তাদের এ পদত্যাগ যে লোক দেখানো তা বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের পদত্যাগকারী শিক্ষকরা হলেন— অধ্যাপক ড. মুহম্মদ হানিফ আলী, বিভাগীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিন, অধ্যাপক ড. যুগল কৃষ্ণ দাস, অধ্যাপক ড. মো. এমদাদুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. আকরাম হোসেন, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, অধ্যাপক লিটন জুড রোজারিও, অধ্যাপক মো. গোলাম মোয়াজ্জেম, সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. হুমায়ুন কবির, সহযোগী অধ্যাপক ড. ইসরাত জাহান, সহযোগী অধ্যাপক আবু সাঈদ মো. মোস্তাফিজুর রহমান, প্রভাষক সনজিৎ কুমার সাহা, স্বর্ণালী বসাক, তানজিলা রহমান ও তাহসিনা হাশেম।

গণপদত্যাগের বিষয়ে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিন বলেন, বিভাগের সব শিক্ষকই পদত্যাগ করার বিষয়ে একমত হয়েছেন। শিক্ষকদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আমরা আমাদের পদত্যাগপত্র রেজিস্ট্রারকে জমা দিয়েছি। এ বিষয়ে ভূতাত্ত্বিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাজেদা ইসলাম বলেন, অফিসের সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় আমরা পদত্যাগপত্র জমা দিতে পারিনি। আগামী কর্মদিবসে আমরা পদত্যাগপত্র জমা দেব।